ঢা.বি ছাত্রলীগের মাঠ পর্যায়ের নেতাকর্মীরা নতুন কমিটিতে খুশি

কাগজ প্রতিবেদক : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের নবগঠিত কমিটিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠ পর্যায়ের নেতাকর্মীরা খুশি। তাদের মতে ছাত্রলীগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার নবগঠিত কমিটিতে ত্যাগী এবং যোগ্য নেতাদের নির্বাচিত করা হয়েছে। নেতাকর্মীরা জানান, গত ৩ এপ্রিল সম্মেলন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় কমিটি গঠনের পর সাংগঠনিক সম্পাদক, সহসভাপতি, সম্পাদকীয় এবং সদস্য পদগুলোর মধ্যে অনেক নেতার কমিটিতে অন্তর্ভুক্তি নিয়ে মাঠ পর্যায়ের কর্মীরা প্রশ্ন তোলেন। এদের মতে, ৪ বছর পূর্বে গঠিত কমিটিতে অনেক নেতাই বছর যেতে না যেতেই দলীয় কর্মকাণ্ড ছেড়ে বিভিন্ন ব্যবসায়িক কাজে জড়িয়ে পড়ে। ফলে ১ অক্টোবরের জাতীয় নির্বাচনের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ সারা দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা বিতাড়িত হয়। ত্যাগী নেতাকর্মীদের মতে ৪ বছর আগে গঠিত কমিটিতে দলের প্রতি কমিটেড নয় এমন অনেক নেতাই আঞ্চলিক কোটায় অথবা আওয়ামী লীগ নেতাদের 'ম্যানেজ' করে কমিটিতে এসেছিল। তাদের মতে, এবারের গঠিত কেন্দ্রীয় কমিটি গঠনেও ত্যাগী নেতাকর্মীদের মূল্যায়ন না করে আঞ্চলিকতাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। সংশ্লিষ্ট আওয়ামী লীগ নেতাদের প্রভাবও এক্ষেত্রে কাজ করেছে। পরিসংখ্যান দেখিয়ে ত্যাগী নেতাকর্মীরা বলেন, দেশের এমন অনেক অঞ্চল আছে যেখান থেকে ২/১ জন নেতা রয়েছে কমিটিতে আবার কোনো বিশেষ অঞ্চল থেকে অধিকসংখ্যক নেতাদের কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

১৯০ সদস্যবিশিষ্ট বর্তমান কেন্দ্রীয় কমিটির ৩০/৪০ জনই অছাত্র, ব্যবসায়ী বলে জানা যায়। বিবাহিতও রয়েছেন কমিটিতে।

সে- বিচারে ঢা.বির নবগঠিত কমিটিতে সঠিক নেতৃত্বের প্রতিফলন ঘটেছে বলে তারা উল্লেখ করেন।

জানা যায়, ঢা.বির গত ৪১ সদস্যবিশিষ্ট কমিটির মধ্যে বছর যেতে না যেতেই অনেক নেতাকর্মী নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েন। সে সময় ঊর্ধ্বতন এক কেন্দ্রীয় নেতার বক্তব্য-বিবৃতিও ক্যাম্পাসে বিরূপ সমালোচনার সৃষ্টি করে। যার কারণে সেই নেতা ক্যাম্পাসে একবার আসলেও পরবর্তী সময়ে আর প্রবেশ করেননি।

বিগত ঢা.বি হল কমিটির সকল নেতাই (একটি হল ব্যতীত) ১ অক্টোবরের পর রাতের আঁধারে হল ছেড়ে চলে যাওয়ায় হলের সাধারণ নেতাকর্মীরা বিপাকে পড়ে যায়। পরবর্তী সময় এদের মধ্যে অনেকে আবার ছাত্রদলে যোগদান করে। ত্যাগী এবং পরীক্ষিত নেতা নির্বাচন করতে ব্যর্থ হওয়ায় এমনটি হয়েছে বলে মাঠ পর্যায়ের নেতাকর্মীরা জানান।

তবে দীর্ঘ ৪ বছর পর গত ৬ জুলাই অনুষ্ঠিত ছাত্রলীগ ঢা.বি শাখার সম্মেলনের মাধ্যমে যে কমিটি গঠিত হয়েছে তাতে ত্যাগী এবং মাঠ পর্যায়ের কর্মীরাই নির্বাচিত হওয়ায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগ তাদের হারানো ঐতিহ্য ফিরে পাবে বলে জানিয়েছেন নবনির্বাচিত কমিটির সভাপতি দেলোয়ার হোসেন এবং সাধারণ সম্পাদক হেমায়েতউদ্দিন হিমু।

JUL 13 2002